সমকাল

তারিখ 30 MAR 2017
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম ... ৫

প্রশ্ন ফাঁসকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা

—শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, প্রশ্ন ফাঁসকারীদের সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হবে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক বা স্কুল যেই হোক, তথ্য পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যত বড় অপারেশনই প্রয়োজন হোক, তা করা হবে। এই ক্যান্সার জাতি বহন করতে পারছে না। প্রশ্ন ফাঁসে যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে গতকাল বুধবার সচিবালয়ে জাতীয় মনিটরিং কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রশ্ন ফাঁস রোধে বিজি প্রেসে নজর দিলেও গত তিন বছরে সেখান থেকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন বিতরণেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষকদের কাছে প্রশ্ন যাওয়ার পর তারা প্রচারে সম্পৃক্ত হয়ে যান। অভিভাবকরাও প্রশ্ন পাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এর পর তো আর যাওয়ার জায়গা থাকে না। তিনি বলেন, সমাজের সার্বিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতা যদি শিক্ষকদের একটি অংশকে গ্রাস করে, তাহলে কীভাবে রক্ষা হবে? তাদের হাতে প্রশ্ন দিতেই হবে। কারণ তিনি তার সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে পাঠাবেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে সমালোচনাকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভুলত্রুটি সত্ত্বেও আমরা এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, ফেসবুক থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার প্রমাণ পেলে তার ফল বাতিল করবে সরকার। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে সচিব বলেন, ফেসবুক অ্যাডমিন বা যারা এর সঙ্গে লিঙ্কড আছেন যদি তিনি ছাত্র হন তার ইনফরমেশনও দরকার। সভার শুরুতে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে গোয়েন্দা সংস্থার একটি 'ডেডিকেটেড ইউনিট' কাজ করছে। গোয়েন্দা পুলিশের উপকমিশনার (উত্তর) শেখ নাজমুল আলম সভায় জানান, প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকায় গত দুই মাসে ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন অধ্যক্ষ, তিনজন শিক্ষক, একজন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক এবং ২০ জন ছাত্র। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও ভাইবারের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের অ্যাডমিনও রয়েছে তাদের মধ্যে।

প্রশ্ন ফাঁসে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এ-সংক্রান্ত আইনে শাস্তির পরিমাণ বাড়ানোর সুপারিশ করেন তিনি।